জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসি এফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্ব নিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	জাতীয় সংসদ সচিবালয়	০১	-	১টি	-	-	-	-	-	-

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ১

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ: প্রযোজ্য নয়।

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

	সমস্যা		সুপারিশ
৩.১	Need base এর আলোকে প্রকল্প এলাকা নির্ধারণ না করা;	৩.১	Need base এর আলোকে প্রকল্প এলাকা নির্ধারণ করতে হবে;
৩.২	প্রকল্প বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে প্রচারনার অভাব	৩.২	সামাজিক নিরাপত্তামূলক এ ধরনের প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগ নিতে হবে;
৩.৩	টিপিপি'র অঙ্গ বহিভূর্ত ব্যয়	৩.৩	টিপিপি'র অঙ্গ বহিভূর্ত ব্যয় পরিহার করা;
৩.৪	ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলি	৩.৪	ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক যাতে বদলি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে;

"স্ট্রেংদেনিং পার্লামেন্ট ক্যাপাসিটি ইন ইনটিগ্রেটিং পপুলেশন ইস্যুজ ইনটু ডেভেলপমেন্ট (এসপিসিপিডি)" শীর্ষক সংশোধিত কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬)

১.০	প্রকল্পের নাম	:	স্ট্রেংদেনিং পার্লামেন্ট ক্যাপাসিটি ইন ইনটিগ্রেটিং পপুলেশন ইস্যুজ ইনটু ডেভেলপমেন্ট (এসপিসিপিডি)
২.০	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়
৩.০	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়
৪.০	প্রকল্পের অবস্থান	:	সমগ্র বাংলাদেশ

৫.০ প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল:

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রকল্প ব্যয়ের)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	-	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মোট টাকা প্রঃ সাঃ					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৫১.৪৩ - ৬৫১.৪৩	৬২৩.৯৭ - ৬২৩.৯৭	৪৮০.৬৩ - ৪৮০.৬৩	জুলাই, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬	জুলাই, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬	জুলাই, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬	(-)৮৮.০৭	-

৬.০ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প দপ্তর হতে প্রাপ্ত):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী কার্যক্রম	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী		প্রকৃত অর্জন		বিচুতির কারণ
		আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব	
	১	২	৩	৪	৫	৬
০১.	জাতীয় এবং সেক্টর পর্যায়ে প্রমাণ্য ভিত্তিক কৌশল প্রণয়ন এবং সংলাপ আয়োজন করা	১৭৩.২৭	২৭.৭৭ %	১১১.৬৪	২৩.২৩ %	অনিবার্য কারনে মাঠ পর্যায়ে যথাসময়ে সংলাপ, ওয়ার্কসপ আয়োজন করা যায়নি।
০২.	সক্ষমতা বৃদ্ধি (ওয়ারিন্টেশন, ওয়ার্কসপ, শিক্ষা সফর ইত্যাদি)	১৯৯.২৬	৩১.৯৩%	১২৬.২১	২৬.২৬ %	-
০৩.	সভা এবং সম্মেলন	২৫.০৮	৪.০২%	২০.৩৪	৪.২৩%	-
০৪.	প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট	২২০.৬৪	৩৫.৩৬%	২১২.৬২	৪৪.২৪%	-
০৫.	সরঞ্জামাদি	৫.৭২	০.৯২%	৯.৮২	২.০৪%	-
	সর্বমোট	**৬২৩.৯৭**	**১০০%**	**৪৮০.৬৩**	**১০০%**	**-**

তথ্য সূত্রঃ PCR হতে প্রাপ্ত।

৬.১ প্রকল্পের বাস্তবায়ন:

আলোচ্য প্রকল্পের প্রাপ্ত PCR হতে দেখা যায় যে, এ কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের অনুকূলে প্রাক্কলিত বরাদ্দ সর্বমোট ৬২৩.৯৭ লক্ষ টাকা। ২০১২-১৩ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পটির অনুকূলে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে সর্বমোট বরাদ্দ ছিল ৭০৪.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৪৮০.৬৩ লক্ষ টাকা।

৭.০ প্রকল্পের উ দ্দেশ্য:

সংসদ সদস্য এবং সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় এবং সেক্টর পর্যায়ে জনসংখ্যা ও জেন্ডার বৈষম্য নিরসন করার নিমিত্ত পরিকল্পনা, নীতি ও আইন প্রণয়ন করা।

৮.১ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

- জাতীয়,আঞ্চলিক এবং স্থানীয় পর্যায়ে প্রমাণ্য ভিত্তিক এ্যাডভোকেসি ও নীতি নির্ধারণী সংলাপ আয়োজন করা;
- জনসংখ্যা এবং উন্নয়ন ইস্যুতে সংসদ সদস্য এবং সংসদ সচিবালয়ের দাপ্তরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- বিভিন্ন কমিটির সভা আয়োজন করা।

৯.০ প্রকল্পের সংশোধন:

UNFPA এর আর্থিক সহায়তা আলোচ্য প্রকল্পটি ৬৫১.৪৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১ জুলাই, ২০১২ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের কার্যক্রম সুনির্দিষ্টভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development (AFPPD)- এর সহায়তায় ৩টি পলিসি ইস্যু নির্ধারণ করে একটি Advocacy Plan প্রণয়ন করা হয়। প্রকল্পের সকল কার্যক্রম Advocacy Plan এর আওতায় বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরে অনিবার্য কারণ বশত: মাঠ পর্যায়ে কতিপয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি বিধায় TPPটি সংশোধনের প্রয়োজন হয়েছে। প্রকল্পের সংশোধিত TPP ৬২৩.৯৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১-০৭-২০১৪ তারিখে প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়।

১০. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবি ও মূল দপ্তর	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/অতিরিক্ত)	একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত কিনা	
				হ্যাঁ/না	প্রকল্প সংখ্যা
জনাব মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম খান	যুগ্মসচিব (প্রশাসন), জাতীয় সংসদ সচিবালয়	জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত	অতিরিক্ত দায়িত্ব	প্রযোজ্য নয়	-
জনাব এ, কে, এক, গোলাম কিবরিয়া	অতিরিক্ত সচিব (আইপিএ), জাতীয় সংসদ সচিবালয়	জুলাই, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত	অতিরিক্ত দায়িত্ব	প্রযোজ্য নয়	৬ (ছয়) মাস অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন
জনাব এম. এ. কামাল বিল্লাহ্	উপসচিব (টিপি), জাতীয় সংসদ সচিবালয়	জানুয়ারি, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত	অতিরিক্ত দায়িত্ব	প্রযোজ্য নয়	মাত্র ১ বছর অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন

১১.মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology): মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরন করা হয়েছেঃ

(ক) প্রকল্পটির টিপিপি/আরটিপিপি, বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) প্রকল্প দপ্তর হতে প্রাপ্ত PCR পর্যালোচনা;

(গ) PSC, DSPEC, কারিগরী কমিটিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত সরোজমিনে পরিদর্শন;
(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১২. প্রকল্পের জনবলঃ

এসপিসিপিডি প্রকল্পটির ১৯-১১-২০১৩ তারিখের পিএসসি'র সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবাল য়ের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণ অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে নিয়োজিত ছি লেন। আলোচ্য প্রকল্পে সংযুক্ত কর্মচারীদের মাসে ২/৩ দিন করে দৈনিক ৫০০/- টাকা রিফ্রেসমেন্ট এ্যালাউন্স ও যাতায়াত ভাতা প্রাদান করা হয়েছে। তাছাড়া, প্রকল্প অফিসের জন্য ১০০০/- টাকা বেতনে ১জন খন্ডকালীন ঝাড়ুদার নিয়োজিত ছিল।

১৩. প্রকল্পের বছরভিত্তিক বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত বরাদ্দ	অবমুক্ত	প্রকল্প ব্যয়		
			রাজস্ব	প্রকল্প সাহায্য	মোট
২০১২-১৩	১৩৬.০০	৬৬.৬২	-	৬৬.৬২	৬৬.৬২
২০১৩-১৪	১৫৯.০০	১০৫.২৯	-	১০৫.২৯	১০৫.২৯
২০১৪-১৫	১৬৩.০০	১১৭.২৬	-	১১৭.২৬	১১৭.২৬
২০১৫-১৬	১৬৫.০০	১২১.২৯	-	১২১.২৯	১২১.২৯
২০১৬-১৭	৮১.০০	৭০.১৭	-	৭০.১৭	৭০.১৭
সর্বমোট	**৭০৪.০০**	**৪৮০.৬৩**	-	**৪৮০.৬৩**	**৪৮০.৬৩**

তথ্য সূত্রঃ PCR **হতে প্রাপ্ত।**

১৪. প্রকল্পের অর্জনঃ

আলোচ্য "স্ট্রেংদেনিং পার্লামেন্ট ক্যাপাসিটি ইন ইনটিগ্রেটিং পপুলেশন ইস্যুজ ইনটু ডেভেলপমেন্ট (এসপিসিপিডি)" -শীর্ষক সংশোধিত কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আরটিপিপি অনুযায়ী উদ্দেশ্য/মূল কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

উদ্দেশ্য/মূল কার্যক্রম	প্রকৃত অর্জন
জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় পর্যায়ে প্রামাণ্য ভিত্তিক এ্যাডভোকেসি প্লান ও নীতি নির্ধারণী সংলাপ আয়োজন করা	এসপিসিপিডি প্রকল্পের আওতায় নবম সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত Bangladesh Association of Parliamentarians on Population & Development (BAPPAD)- এর সদস্যগণ জনসংখ্যা ও উন্নয়ন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৩টি ইস্যু নির্ধারণ করে একটি এ্যাডভোকেসি প্লান প্রণয়ন করেন, যা সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষমাত্রা অর্জনে অবদান রাখে । (১) বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ; (২) মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং নিরাপদ প্রসব নিশ্চিতকরণ; এবং (৩) যুব উন্নয়ন। জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার উক্ত এ্যাডভোকেসি প্লানটি সদয় অনুমোদন করেন। এসপিসিপিডি প্রকল্পের সকল কার্যক্রম এ এ্যাডভোকেসি প্লানের সাথে সংগতি রেখে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য/মূল কার্যক্রম	প্রকৃত অর্জন
	মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং নিরাপদ প্রসব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে BAPPAD জাতীয় মাননীয় সংসদের চীফ হুইফ-কে আহ্বায়ক, বাল্যবিবাহ নিরোধকল্পে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সভাপতি-কে আহ্বায়ক এবং যুব উন্নয়নের জন্য মিসেস সানজিদা খানম এমপি-কে আহ্বায়ক করে ৩টি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। এসপিসিপিডি প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে স্থায়ী কমিটির সাথে পর্যালোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বাল্যবিবাহ রোধকল্পে আইন পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির নিকট সুপারিশ পেশ করেন। জনসংখ্যা ও উন্নয়ন ইস্যুতে জাতীয় পর্যায়ে সংলাপ/গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করা হয়। BAPPAD এর উদ্যোগে স্থানীয় পর্যায়ে বাল্যবিবাহ রোধকল্পে পর্যালোচনা সভা/ওয়ার্কসপ আয়োজন করা হয়। এ সকল পর্যালোচনা সভা রংপুর, সিরাজগঞ্জ, পটুয়াখালী, নেত্রকোনা, গাইবান্ধা, মুন্সিগঞ্জ ইত্যাদি জেলায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সভা/ওয়ার্কসপে মাননীয় স্পীকারসহ UNFPA এর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এ সকল উপজেলাকে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণা করা হয়।
জনসংখ্যা এবং উন্নয়ন ইস্যুতে সংসদ সদস্য এবং সংসদ সচিবালয়ের দাপ্তরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	প্রকল্পের আওতায় জনসংখ্যা ও উন্নয়ন ইস্যুতে BAPPAD- এর সদস্যগণের জন্য দিনব্যাপী ওয়ার্কসপ আয়োজন করা হয়। এ ওয়ার্কসপে BAPPAD-এর সদস্যগণের প্রামাণ্য ভিত্তিক এ্যাডভোকেসি প্লান প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণে সচেতনতা, সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। জনসংখ্যা, জেন্ডার অধিকার, যুব উন্নয়ন ইস্যুতে সংসদ সদস্যগণের জন্য দিনব্যাপী ওয়ার্কসপ আয়োজন করা হয়। এ ওয়ার্কসপে সংসদ সদস্যগণ মাঠ পর্যায়ে জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য, জেন্ডার বৈষম্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। জাতীয় সংসদের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, বিল, প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তির প্রশ্ন, মনোযোগ আকর্ষণ বিষয়াদি, সার্বিক গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে দিনব্যাপী ওয়ার্কসপ আয়োজন করা হয়। এ ওয়ার্কসপে তারা মাঠ পর্যায়ে জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য, জেন্ডার বৈষম্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তাছাড়া এ প্রকল্পের মাধ্যমে মাতৃস্বাস্থের উন্নয়ন এর বর্তমান অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে সংসদ সদস্যগণ পর্যালোচনা করেন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে BAPPAD-এর সদস্যগণ জনসংখ্যা ও উন্নয়ন ইস্যুতে অন্যান্য দেশসমূহ কী ভাবে এ্যাডভোকেসি প্লান প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখছে, সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য চার সপ্তাহ ব্যাপী থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ফিলিপাইনের সংসদ পরিদর্শন করেন।
বিভিন্ন কমিটির সভা আয়োজন করা	নবম সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত BAPPAD এর সদস্যগণ জনসংখ্যা ও উন্নয়ন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৩টি

উদ্দেশ্য/মূল কার্যক্রম	প্রকৃত অর্জন
	ইস্যু নির্ধারণ করে একটি এ্যাডভোকেসি প্লান প্রণয়ন করে। জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার উক্ত এ্যাডভোকেসি প্লানটি সদয় অনুমোদন করেন। এসপিসিপিডি প্রকল্পের সকল কার্যক্রম এ এ্যাডভোকেসি প্লানের সাথে সংগতি রেখে সংশোধন করা হয়েছে। প্রকল্পটি চলাকালে জাতীয় সংসদের ১৫টি সাব-কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সংসদের সিনিয়র সচিব-কে প্রধান করে PSC গঠিত হয়। প্রকল্প চলাকালে ১৬টি PSC সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সভায় প্রকল্পের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মপরিকল্পনা তদারকি কৌশল, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং প্রকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

১৫. অডিট সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ

প্রকল্পের কার্যক্রম চলাকালীন মার্চ,২০১৪, মার্চ,২০১৫, এপ্রিল,২০১৬, এপ্রিল,২০১৭ সময়ে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক অডিট রিপোর্ট দাখিল করা হয়। এতে কোন অডিট আপত্তি উত্থাপন বা অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়নি মর্মে PCR উল্লেখ রয়েছে।

১৬. সমাপ্ত প্রকল্প পরিদর্শনঃ

গত ৩০.০৯.২০১৮ তারিখ আইএমই বিভাগের নিম্নস্বাক্ষরকারী [মো:বশীর আহাম্মেদ, সহকারী পরিচালক] কর্তৃক আলোচ্য সমাপ্ত প্রকল্পটি সরোজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতিসহ PCR এর বিষয়ের আলোচনা হয়। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রধান প্রধান কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১৭. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (বৈদেশিক):

৩টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণের আওতায় ৩জন কর্তকর্তা ৫দিন করে থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন এবং দক্ষিণ কুরিয়া সফর করেন। তাছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় Bangladesh Association of Parliamentarians on Population & Development (BAPPAD)- এর সদস্যগণ ৪ (চার) সপ্তাহব্যাপী থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ফিলিপাইনের সংসদ পরিদর্শন করেন।

১৮. সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

১৮.১ এসপিসিপিডি প্রকল্পটির গুরুত্বপূর্ণ ৩টি ইস্যু যথা: (১) বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ; (২) মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং নিরাপদ প্রসব নিশ্চিতকরণ; এবং (৩) যুব উন্নয়ন বিষয়ে রংপুর , সিরাজগঞ্জ, পটুয়াখালী, নেত্রকোনা, গাইবান্ধা, মুন্সিগঞ্জ জেলায় সভা/ওয়ার্কসপ আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে যে সকল উপজেলায় বাল্যবিবাহ, মাতৃ স্বাস্থের ঘাটতি এবং নিরাপদ প্রসব ব্যবস্থাপনা অভাব, যুব উন্ননে বিভিন্ন প্রকার প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, যে সকল উপজেলা/প্রত্যন্ত অঞ্চল সার্ভে করে স্থান নির্ধারণপূর্বক এ ধরনের সভা/ওয়ার্কসপ আয়োজন করা প্রয়োজন;

১৮.২ মাতৃস্বাস্থ্য এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কল্পে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে একটি ডকুমেন্টারী ফ্লিম তৈরী করা হয়েছে। তাছাড়া, ডিজিটাল বোর্ড, ব্যানার, লিফলেট, ডেস্ক ক্যালেন্ডার

সরবরাহ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ব্যাপক সচেতনাতার জন্য প্রিন্ট মিডিয়া/ইলেট্রনিক মিডিয়ায় ও প্রচার/প্রকাশ করা প্রয়োজন;

১৮.৩ PCR-এর ৪র্থ পাতা হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। কিন্তু অঙ্গভিত্তিক (পৃথক পৃথক অঙ্গ) বাস্তব অগ্রগতি দেখানো হয়েছে সর্বোচ্চ ৩৫.৩৬%। প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার পরও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% হলো তা' স্পষ্টীকরণ করা প্রয়োজন;

১৮.৪ PCR-এর ৪র্থ পাতায় কলাম-০৪ হতে দেখা যায় যে, ৩টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণের আওতায় ৩জন কর্মকর্তা ৫দিন করে থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন এবং দক্ষিণ কুরিয়া সফর করেছেন। অপরদিকে PCR-এর ১১তম পাতা হতে দেখা যায় যে, এ প্রকল্পের আওতায় Bangladesh Association of Parliamentarians on Population & Development (BAPPAD)- এর সদস্যগণ ৪ (চার) সপ্তাহব্যাপী থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ফিলিপাইনের সংসদ পরিদর্শন করেন। এ বিষয়টি স্পষ্টীকরণ করা প্রয়োজন;

১৮.৫ প্রকল্পের অনুমোদিত টিপিপি'তে প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৫১.৪৩ লক্ষ টাকা এবং আরটিপিপি 'তে প্রাক্কলিত ব্যয় ৬২৩.৯৭ লক্ষ টাকা। কিন্তু PCR-এর ৭ম পাতায় দেখা যায় যে, আরএডিপি-তে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে ৭০৪.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুমোদিত টিপিপি/আরটিপি চেয়ে আরএডিপি-তে কিভাবে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, সে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্পষ্টীকরণ করা প্রয়োজন।

১৮.৬ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন পর্যায়ে ৩জন প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন। এর মধ্যে ১জন প্রকল্প পরিচালক মাত্র ৬ মাস অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন । প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক বদলী নিরুৎসাহিত করা প্রয়োজন।

১৯. সুপারিশ:

(ক) এসপিসিপিডি প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ৩টি ইস্যু যথা: (১) বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ; (২) মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং নিরাপদ প্রসব নিশ্চিতকরণ; এবং (৩) যুব উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় রংপুর , সিরাজগঞ্জ, পটুয়াখালী, নেত্রকোনা, গাইবান্ধা, মুন্সিগঞ্জ জেলায় সভা/ওয়ার্কসপ আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যতে সমধর্মী প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে সকল উপজেলায় বাল্যবিবাহ, মাতৃ স্বাস্থের অবনতি এবং নিরাপদ প্রসব ব্যবস্থাপনা অভাব, যুব উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, সে সকল উপজেলা/প্রত্যন্ত অঞ্চল সার্ভে করে নির্ধারণপূর্বক সভা /ওয়ার্কসপ আয়োজন করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ: ১৭.১);

(খ) মাতৃস্বাস্থের উন্নয়ন এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কল্পে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে একটি ডকুমেন্টারী ফ্লিম তৈরী করা হয়েছে। তাছাড়া, ডিজিটাল বোর্ড, ব্যানার, লিফলেট, ডেস্ক ক্যালেন্ডার সরবরাহ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রিন্ট মিডিয়া/ইলেট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার/প্রকাশ করার জন্যও অনুরোধ করা হলো (অনুচ্ছেদ: ১৭.২);

(গ) PCR-এর ৪র্থ পাতায় প্রকল্পটির বাস্তব অগ্রগতির যোগফল দেখানো হয়েছে ১০০%। যেখানে প্রতিটি অংগের বাস্তব অগ্রগতি ১০০% হওয়ার কথা। কারণ ইতোমধ্যেই প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। বিষয়টি স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ: ১৭.৩);

(ঘ) PCR-এর ৪র্থ পাতায় কলাম-০৪ হতে দেখা যায় যে, ৩টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণের আওতায় ৩জন কর্মকর্তা ৫দিন করে থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন এবং দক্ষিণ কুরিয়া সফর করেন। অপরদিকে PCR-এর ১১তম পাতা হতে দেখা যায় যে, এ প্রকল্পের আওতায় Bangladesh Association of Parliamentarians on Population & Development (BAPPAD)-এর সদস্যগণ ৪ (চার) সপ্তাহব্যাপী থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ফিলিপাইনের সংসদ পরিদর্শন করেন। এ বিষয়টি স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ: ১৭.৪);

(ঙ) প্রকল্পের অনুমোদিত টিপিপি'তে প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৫১.৪৩ লক্ষ টাকা এবং আরটিপিপি 'তে প্রাক্কলিত ব্যয় ৬২৩.৯৭ লক্ষ টাকা। কিন্তু PCR-এর ৭ম পাতায় দেখা যায় যে, আরএডিপি-তে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে ৭০৪.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুমোদিত টিপিপি/আরটিপি চেয়ে আরএডিপি-তে কিভাবে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে সে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ-কে স্পষ্টীকরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো (অনুচ্ছেদ: ১৭.৫);

(চ) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন পর্যায়ে ৩জন প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন। এর মধ্যে ১জন প্রকল্প পরিচালক মাত্র ৬ মাস অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন । ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক যেন ঘনঘন বদলি না হয় , সেদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সজাগ দৃষ্টি রাখা র জন্য অনুরোধ করা হলো (অনুচ্ছেদ: ১৭.৬);

২০. বর্ণিত সুপারিশের অনুচ্ছেদ ১৮-১৯ এর আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা আইএমই বিভাগ-কে ২ (দুই) মাসের মধ্যে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।